অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণগণ! সাত্ত্বিকস্বভাব আপনাদের পক্ষে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। অতএব, সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ করুন এবং কেশবকে ধ্যান করুন। অতএব শ্রীশিবভক্তির সম্বন্ধে যদি এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বৈষ্ণবতন্ত্রাদিতে অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার যে বিধান করা হইয়াছে, সেস্থানে বুঝিতে হইবে শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গ আবরণের সেবক বলিয়া তাহারা সকলেই অপ্রাকৃত। অথবা ভগবানের লোকসংগ্রহপর নরলীলার উপযোগী পার্ষদগণেরই পূজা বিধান করা হইয়াছে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীভগবান্ যখন নরজগতে আসিয়া মনুষ্যলীলা প্রকাশ করেন, তখন সাধারণ মানুষের মত তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ নানা দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন এবং সেইসকল দেবতাগণও শ্রীভগবানের মানব-লীলার পরিকর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের মত শ্রীভগবৎসন্তোষার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিতে কিন্তু অন্যান্য দেবতাগণকেও ভগবদ্‌বিভূতি বুদ্ধিতেই আরাধনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের আচরণটি ৭।১০।২২ শ্লোকে যেমন বর্ণন করিয়াছেন, ঐকান্তিক হরিভক্তের পক্ষে সেইরূপই আচরণ করা কর্ত্তব্য যথা—অনন্তর শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় প্রজাপতিগণ ও অন্যান্য দেবগণকে সুন্দররূপে পূজা করিয়া মস্তকের দ্বারা বন্দনা করিয়াছিলেন। এস্থলে মূল শ্লোকে "ভগবৎকলাঃ" এই বিশেষণ পদটি উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের উক্তিতেও সেই রূপই পাওয়া যায়। যথা—

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো॥

অর্থাৎ, হে গোবিন্দ! নিখিল যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় দ্বারা তোমার পবিত্রকারিণী বিভূতিসকল আরাধনা করিব। তুমি সর্ব্বসমাধানে সমর্থ, অতএব আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। এই ১০।৭২।৩ শ্লোকে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ দেবতান্তরকে ভগবানের বিভূতিরূপেই অর্চ্চনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, যথা—হে দেবি! বর্ষাকালে যেখানেই জলবর্ষণ হউক্ না কেন যেমন সমুদয় জলই সাগরে প্রবেশ করে, তেমনই যাহারা শিব গণেশ বিষ্ণু ও শক্তির পূজা করে তাহারা সকলে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রামধনের বাবা, শ্যামধনের পিতা, কৃষ্ণধনের ভ্রাতা, হরিধনের পুত্র ইত্যাদি নামে একই দেবদত্ত যেমন যেমন বহুসংজ্ঞায় অভিহিত হয়, তেমনই এক আমিই ক্রীড়া ও নাম ভেদে পঞ্চপ্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকি। বস্তুতঃ